সংবাদ

তারিখ ... 16 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সম্পাদকীয়

এবার শিক্ষকদের দাবি বিবেচনা করুন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপ করা সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে সরকার। গত সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ সংক্রান্ত আদেশে বলে, 'যেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে অতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং 'যেহেতু এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাট আরোপ করলে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় অধিকতর বাড়বে, সেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।' এ ভ্যাট প্রত্যাহারের পর শিক্ষার্থীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে রাজপথ থেকে অবরোধ তুলে নেয়।

বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করায় আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাই। চলতি বাজেটে বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপের পরই এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিক্ষার্থীরা ভ্যাট প্রত্যাহারে দাবি জানায়। তাদের দাবিকে গ্রাহ্য না করে সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিরূপ কথা বলেন। এর প্রেক্ষিতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। এনবিআরের আদেশে স্বীকার করা হয়েছে যে, বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, ভ্যাট আরোপ করা হলে এই ব্যয় আরও বাড়বে। একথাগুলোই আমরা এতদিন বলে আসছিলাম। অথচ সরকারের একটি অংশের ধারণা হচ্ছে, যারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের সবার অভিভাবকই সম্পদশালী।

সরকার যদি শুরুতেই বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপের গলদ বুঝতে পারত তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো যেত। নতুন পে-স্কেল প্রশ্নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সরকারি কলেজ ও প্রাইমারি শিক্ষকরাও বেতন স্কেল নিয়ে অসন্তুষ্ট। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায়ে আন্দোলনে নেমেছেন। তারা মনে করছেন, সরকার তাদের দাবিগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কারণে তারা ঈদের পর আন্দোলন আরো কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা চাই, বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট প্রশ্নে, সরকার যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, শিক্ষকদের দাবির প্রশ্নেও তেমন শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে। শিক্ষকদের দাবিকে উপেক্ষা করা বা এ নিয়ে কালক্ষেপণের কৌশল হিতকর হবে না। আমলাদের ফাঁদে পড়ে সরকার ইতোমধ্যে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো অস্থির হওয়ার পেছনে কতিপয় আমলার দুর্বুদ্ধি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

আমরা শিক্ষাঙ্গনে আর নতুন কোন জটিলতা দেখতে চাই না। শিক্ষকদের দাবিদাওয়া প্রশ্নে মন্ত্রিসভার যে কমিটি করে দেয়া হয়েছে তারা দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ দেখাবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকদের আস্থায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে যেন নতুন কোন আমলাতান্ত্রিক কূটচালের সুযোগ স্পষ্ট না হয় সে বিষয়ে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।